

৬. আযান ও ইকামতের দো'আ:

আযান অর্থ ডাকা, আহ্বান করা, ঘোষণা দেওয়া, ইকামত অর্থ দাঁড় করা, প্রতিষ্ঠিত করা। আযান শ্রবণকারীর উপর আধিকার জবাব দেওয়া এবং শেষে দো'আ করা সুন্নাত। মুয়াজ্জিদনের সাথে আযানের শব্দগুলো পূর্ণর্যাবৃত্তি করুন। মুয়াজ্জিদন যখন 'হাইয়া আ'লাসসালা এবং হাইয়া আ'লালফালা বলবে, তখন 'লা- হাওলা ওয়ালা' কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলে জবাব দিবেন। ফজরের আযানে অতিরিক্ত 'সদাকুতা ওয়া বারাকতা' বলতে হবে।

৭. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও অন্যান্য নফল নামাজ:

পুরো সফরে ১টি ওয়াক্ত ফরজ নামাজ যেন ক্বাজা না হয়! পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ (তারাবীর নামাজ, কিয়ামুল লাইল-রমজান মাসে উমরাহ কারীদের জন্য প্রযোজ্য) মসজিদুল হারাম সমূহে জামাতে পড়বেন। পবিত্র ভূমিতে থাকাকালীন ৫ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও নিম্নের নফল/সুন্নাত নামাজ গুলোও পড়তে চেষ্টা করবেন।

০- তাহিয়্যাতুল ওজু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ: যতবার ওযু করে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন অথবা মসজিদে ওযু করবেন ততবার ২ রাকাত তাহিয়্যাতুল ওযু নামাজটি পড়বেন। যতবার মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন ততবার ২ রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজটি পড়বেন (যদি প্রবেশ মাত্রই ক্বাবা ঘর তাওয়াফ না করেন এবং ফরজ জামাত আরম্ভ না হয়)।

০- তাহাজ্জুদ নামাজ: হাদীস শরীফে আছে মধ্যরাতের দুই রাকাত নামাজ যমীন ও যমীনে যত সম্পদ আছে তা থেকেও অধিক মূল্যবান। তাহাজ্জুদ নামাজ ছাড়বেন না। মসজিদুল হারামে গিয়ে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করবেন। ভোর ৩টা হতে ৪টা সময় ভেদে তাহাজ্জুদ নামাজের আজান হয় উজ্জয় হারাম শরীফে। তাহাজ্জুদ নামাজ কন্মের পক্ষে ৪ রাকাত।

০- এশরাকের নামাজ: এই নামাজের ওয়াক্ত সূর্য উদয়ের কিছুক্ষণ পর হতে এক/দেড় ঘন্টা পর্যন্ত। হারাম শরীফে এশরাক এর ওয়াক্ত দেওয়ালে ঝুলানো বিভিন্ন ঘড়ির মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। দুই রাকাত করে ৪ রাকাত। আপনি ফজর নামাজ শেষে ক্বাবাঘর তাওয়াফ করেন কিংবা মদিনায় রাসূল (সা:) এর রওজা জিয়ারত করেন তাহলে তাওয়াফ অথবা জিয়ারত শেষে এশরাক নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যাবে। ক্বাবাঘর তাওয়াফ করলে প্রথমে সালাতুত তাওয়াফ পড়বেন তারপর এশরাকের নামাজ পড়বেন।

০- যাওয়ালের নামাজ: সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়, ২ রাকাত করে ৪ রাকাত।

০- আউয়াবীনের নামাজ: মাগরীবের নামাজ শেষে ২ রাকাত করে কমপক্ষে ৬ রাকাত। (মতপার্থক্য আছে)

০- জানাযার নামাজ: মসজিদুল হারাম সমূহে প্রায় প্রত্যেক ফরজ জামাতের পর জানাযা নামাজের ঘোষণা শুনবেন! তাই ফরজ জামাতের পরপরই অন্য নামাজের নিয়ত না করে জানাযার নামাজ আদায় করবেন। জানাযার নামাজের এই সুযোগ আপনি (বিশেষ করে মেয়েরা) বাংলাদেশে এসে পাবেন না! জানাযার নামাজের নিয়ম কানুন অবশ্যই হজ্জু/উমরাহ গমনের পূর্বে ভালভাবে জেনে নিন এবং দো'আ গুলো মুখস্থ করুন।

-মনে মনে নিয়ত করুন:

-৪ তাকবীরের সাথে জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

-১ম তাকবীর: ঈমাম সাহেবের 'আল্লাহ আকবর' বলার সাথে সাথেই আপনিও দুই হাত উঠিয়ে 'আল্লাহ আকবর' বলে হাত বেঁধে নিয়ে 'সুরা ফাতিহা অথবা সানা' পড়ুন।

-২য় তাকবীর: ঈমাম সাহেব যখন ২য় বার 'আল্লাহ আকবর' বলবেন, আপনিও তাকবীর বলে দরুদ শরীফ পড়ুন।

-৩য় তাকবীর: ঈমাম সাহেবের ৩য় তাকবীরের সাথে 'আল্লাহ আকবর' বলুন এবং নিম্নের দো'আটি পড়ুন।

'আল্লাহ্মাগ ফিরলি হাইয়িনা ওয়া মায়িতিনা, ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা, ওয়া ছাগিবিনা ওয়া কাবিবিনা, ওয়া যাকিবিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহ্মা মান আহইয়াইতাং মিন্না ফা আহইয়ি আল্লাল ইসলাম, ওয়ামান তাওয়াফকাইতাং মিন্না ফা তাওয়াফকাই ইসলাম, বি রহমাতাকা ইয়া আর হামার রহিমিন'।

(হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে ক্ষমা কর। আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছ তাদের তুমি ইসলামের উপর জীবিত রাখ আর যাদেরকে মৃত্যু দান কর তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর! হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু, সবার প্রতি রহমত নাযিল কর।)

-৪র্থ তাকবীর: ঈমাম সাহেবের ৪র্থ বার তাকবীর বলার পর আপনিও 'আল্লাহ আকবর' বলুন ও সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করুন। জানাযার নামাজে তাকবীর গুলো বলা ফরজ।

৮. মসজিদুল হারামে ব্যয় করুন মূল্যবান সময়:

হজ্জ সফরে মস্কা এবং মদিনা শরীফে অবস্থানকালীন আপনার প্রয়োজনীয় জরুরত (যেমন নিদ্রা, গোসল, টয়লেট, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি) ছাড়া হোটеле বসে না থেকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করুন। হোটেল বসে থাকলে আপনি গল্প/আজা/গীবাং সহ নানাবিধ অপকর্মে লিপ্ত হতে পারেন! আর হারামে এলে আপনি অবশ্যই সৎকর্মে/ইবাদতে (যেমন ক্বাবা ঘর তাওয়াফ, নফল নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ-তাকবীর-তাহমীদ-তাহলীল ইত্যাদি) নিয়োজিত থাকবেন। বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করুন।

৯. জমজম: মহান আল্লাহর একটি নেয়ামত ও নিদর্শন। পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে জমজমের পানি পান করবেন। জমজম পানে কৃপনতা করবেন না। পেট ভরে পান করুন। ঠান্ডা শরীরের জন্য ক্ষতিকারক হলে 'NOT COLD' লেখাটি হতে পান করুন এবং অন্য হাজীকে সহায়তা করুন। যখন হারাম সমূহে প্রবেশ করবেন তখন একবার পান করুন। বের হওয়ার সময় পেট ভরে পান করুন। আসরের নামাজের প্রবেশের সময় হিসেব করে পান করুন (যদি আপনার এশার নামাজ শেষ করে ফিরার ইচ্ছা থাকে)। জমজম পানি পানে প্রতিবারই দো'আ করুন: 'আল্লাহ্মা ইল্লী আসআলুকা 'ইলমান নাফিআ, ওয়ারিযক্বাও ওয়াসি'আ, ওয়াশিফাতায় মিন কুল্লি দায়ি'। (হে আল্লাহ আমাকে উপকারী জ্ঞান দান কর, পর্যাপ্ত রিযিক দান কর, সকল রোগের শেফা দান কর)। মনে রাখবেন, আবু জেহেল, আবু লাহাব ও মস্কার কাফেররা জমজমের পানি আমার আপনার চেয়ে অনেক বেশী পান করেছে-সারা জীবনের পিপাসা মিটিয়েছে! ঐ সকল কাফের ক্বাবাকে আল্লাহর ঘরই মনে করত, জমজম কূপ আল্লাহর দান হিসেবে মানত, মাঝামাঝি ইব্রাহীমকে পবিত্র চিহ্ন মনে করত, সাফা-মারওয়ায় উঠত, সারাজীবন ক্বাবা দেখেছে, এর খেদমত করেছে, কিন্তু ফলাফল? আপনার, আমার ক্বাবা দেখা, অবস্থান করা, জমজম পানি পান যেন মস্কার কাফেরদের মত না হয়!

১০. মানব সেবা/হাজীদের সেবায় নিয়োজিত হোন:

কাফেলার অন্যান্য বয়স্ক হাজীদের সর্বাঙ্গিক সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করুন। বয়োবৃদ্ধ, দুর্বল হাজীদের ঠান্ডা-জ্বর, কাশি, পায়ের ব্যাথা, পেটের অসুখে, প্রয়োজনে বাংলাদেশ মিশনের ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ঔষধ যোগাড় করে দিন। আপনি নিজেও হজ্জু যাওয়ার সময় উপরের সব রোগের কয়েক পাতা ঔষধ বেশী নিয়ে যাবেন। মস্কা-মদিনা-মিনা-আরাফায় বৃদ্ধ হাজীরা অনেক সময় তার হোটেল/আবু হারিয়ে ফেলেন, একটু সময় দিন! একজন পথ হারাকে পথের সন্ধান দিন! একটু সজাগ থাকলেই প্রতিদিনই আপনি এই মানব সেবাটুকু করতে সক্ষম হবেন! কোন কাজের প্রতিদানই মানুষ থেকে আশা করবেন না, আপনি আল্লাহর ঘরে আছেন, তাঁর কাছে চান। শরীর ও চোখ হেফাজত করুন। বিশেষ করে তাওয়াফ ও সাঈর সময় নারী-পুরুষের ডিডের মাঝে আপন দৃষ্টিকে সংযত করে বিনয় এবং সতর্কতার সাথে চলাচল করুন। আপনার শরীর দ্বারা অন্য কোন হাজী যাতে আঘাত প্রাপ্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। আপনি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে থাকলে ধৈর্য্য ও বিনয়ের সাথে সংবরন করুন, আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করুন।

১১. নামাজ শেষে দো'আ করুন:

প্রত্যেক ফরজ জামাত শেষে রাসূল (সা:) প্রদর্শিত দো'আ সমূহ পড়ুন। এরই মাঝে জানাযা নামাজের (যদি থাকে) সময় হতে পারে! জানাযা নামাজের পর আপনার নফল নামাজ পড়ুন!

ফরজ নামাজ শেষে নিম্নের দো'আ-তাসবীহ পাঠ করুন।

০- 'আল্লাহ আকবর, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আল্লাহ্মা আন্তাস সালাম, ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকতা রব্বানা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম'।

০- লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা- শারীকালাহ, লাহল মুলকু ওয়ালাহল হামদু, ওয়াহয়া 'আলা কুল্লি শায়িন ক্বাদীর।

০- সুবহানাল্লাহি, আলহামদু লিল্লাহি, আল্লাহ আকবর (৩৩)।

০- আল্লাহ্মা লা- মানি'আ লিমা আ'অত্বাইতা, ওয়ালা মু'অত্বিয়া লিমা মানা'অতা, ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল জাদি মিনকাল জাদু।

০- লা হাওলা, ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়িল আজিম।

০- সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম।

০- আল্লাহ্মা ইন্নী আস-আলুকা ইলমান নফিয়ান, ওয়া রিঝাকান তাইয়েযান, ওয়া আমালান মুতাকাব্বালান।

০- আল্লাহ্মা আজিরনী মিনান্নার। আল্লাহ্মা ইন্নী আসয়ালুকাল জাল্লাতা ওয়া আউজুবিকা মিনান্নার।

০- আল্লাহ্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযা-বি জাহান্নামা, ওয়ামিন আযা-বিল ক্বাবরি, ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামা-তি, ওয়ামিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল। আল্লাহ্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কুফরী ওয়াল ফাকরি। আল্লাহ্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মা'ছামি ওয়াল মাগরামি।

০- 'হাসবী ইয়াল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা হয়া আলাইহি তাওয়াক কালতু ওয়া হয়া রাব্বুল আরশিল আযীম'।

০- 'রাব্বীতু বিল্লাহি রব্বান ওয়া বিল ইসলামী দিনান ওয়া বিমুহাম্মাদিন (সা:) নাবিয়্যা ওয়া রসূল'।

০- সুবহানাল্লাহি ওয়া বি'হামদিহি, আদাদা খালকিহী, ওয়া রিদ্বা নাকসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী

০- 'আল্লাহ্মা আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা, ওয়া হসনি 'ইবা-দাতিক'।

০- **আয়াতুল কুরসী পড়ুন:** (সূরা বাকারা ২৫৫ নম্বর আয়াত)

০- **সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করুন।**

০- **ফজর ও মাগরিব সালাতের পর বিশেষ ভাবে:** সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস ৩ বার করে পড়ুন।

০- **সায়িদাল ইসতিগফার পড়ুন।** (আল্লাহ্মা আন্তা রাবিব...)

০- **দরুদ পাঠ:** পবিত্র ভূমিতে বেশী বেশী দরুদ পাঠ করুন।

০- দো'আ কোথায় এবং কিভাবে করবেন: সুযোগ পেলেই **মুলতাজিম** (ক্বাবা ঘরের দরজা ও হজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান) কে আঁকড়িয়ে ধরে দো'আ করবেন। সুযোগ না পেলে এর বরাবর পিছনে দাঁড়িয়ে দো'আ করবেন। **মুলতাজিম** একটি অন্যতম দো'আ কবুলের স্থান। এছাড়াও **হজরে আসওয়াদ**, **হাতিম**, **মাতাফ**, **মাকামে ইব্রাহীম**, **সাফা-মারওয়া**, **জমজম ও জমজমের পার্নি** **পানের সময়**, **মিনা**, **আরাফাত**, **মুঘদলিফা**, **১ম ও ২য় জামারায় কংকর নিষ্ক্ষেপের পর**, **ইফতারীর পূর্ব মুহুর্তে** (রমজান মাসে উমরাহ কারীদের জন্য প্রযোজ্য) দো'আ করুন। **-মদীনাতে** রিয়াদুল জাল্লাতে নামাজ পড়ার পর এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) কে সালাম দেওয়ার পর দো'আ করবেন।

আল্লাহর কাছে আন্তরিক ভাবে দোয়া করবেন:

-২৪ ঘন্টায় অন্তত: একবার লম্বা সময় নিয়ে দো'আ করবেন।

-ফজর শেষে সারা দিনের কর্মসূচী ও পরিকল্পনা পেশ করে তা সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চান।

-এশার পর সারা দিনের কাজের পর্যালোচনা সহ সকল সাফল্যের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় এবং ভুল-ত্রুটির জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে তাঁর সাহায্য চান।

একটি আদর্শ দো'আর বিষয়বস্তু:

-প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও রসূলুল্লাহ (সা:)'র উপর দরুদ পড়ুন।

-আল্লাহ'র কাছে সকল ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

-সকল কাজে সাফল্য ও কল্যাণের জন্য একান্ত ভাবে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতার আবদার জানানো।

-ছোট মনে করে কোন বিষয় আল্লাহর কাছে বলতে অবহেলা বা সংকোচ করবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন 'জুতার একটি ফিতার প্রয়োজন হলেও আল্লাহর কাছে চাও'।

সকল বিষয়ে আল্লাহর উপর দায়িত্ব দিন এবং ভরসা করুন।

রাসূল (সা:) উপর দরুদ এবং আল্লাহর প্রশংসা করে শেষ করুন।

১২. কুরআন তিলাওয়াত করুন: হজ্জ/উমরাহ সফরে পবিত্র কুরআন কমপক্ষে একবার সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করুন এবং এর বাংলা অর্থটিও জানুন। মসজিদুল হারামে তাহাজ্জুদ নামাজের পর ফজর নামাজ পর্যন্ত এবং আসরের পর ইশার নামাজ পর্যন্ত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রকৃতি নিবেন অথবা প্রতি ফরজ নামাজ শেষে অথবা আপনার সুযোগ-সুবিধা মত সময় অবশ্যই নির্দিষ্ট করে নিবেন।

আপনার বাংলা অর্থসহ কুরআনটি আজই হ্যান্ডব্যাগে রাখুন।

মস্কা-আল মোকাররমা ও মদিনা-মুনওয়াযায়

অবস্থান কালীন আপনার এক দিনের কিছু কার্যাবলী:

১. ওজু সহকারেই মসজিদুল হারাম সমূহে প্রবেশ করুন। ওযু খানায় প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে হোটেল থেকেই ওযু বানিয়ে নিন। ওযুর শুরুতে বলুন '**বিসমিল্লাহি**' (আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি) ওযু শেষে কালেমা শাহাদাত পাঠ করুন। 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারীকালাহ ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহ ও রসুলুহ' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা:) তাঁর বান্দা ও রাসূল)। তারপর নিম্নের দো'আটি পড়ুন: '**আল্লাহ্মাজ্জ আলনী মিনাত তাউওয়াবীনা ওয়াজ্জ আলনী মিনাল মুতাআহীরীন**' (হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন)।

২. মিসওয়াক করুন: 'মিসওয়াক মুখের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম, আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়' (মুসলিম শরীফ)।

ঘুম হতে উঠে, নামাজের পূর্বে, কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে, বায়তুল্লাহ, মসজিদে নববীতে গমনের পূর্বে মিসওয়াক করুন।

৩. বাথরুম/টয়লেটে প্রবেশের সময় দো'আ পড়ুন: 'আল্লাহ্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছি' (হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অপবিত্র জিন নর ও নারীর (অনিষ্ট) হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।

বাথরুম/টয়লেট হতে বাহির কালে পড়বেন:

'শুকরানাকা' (হে আল্লাহ! আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি)।

৪. মসজিদুল হারাম সমূহে (মসজিদ) প্রবেশের সময় দো'আ পড়ুন: ডান পা দিয়ে প্রবেশ করুন এবং বলুন : '**বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাম** ওয়াসসালামু আলা রসূলিল্লাহ! আল্লাহ্মাগ ফিরলি, আল্লাহ্মাগ তাহলী আবওয়াবা রহমাতিক' (আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি! অসংখ্য দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূল (সা:) প্রতি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা সমূহ খুলে দিন)।

৫. মসজিদুল হারাম সমূহ হতে (মসজিদ) বের হওয়ার দো'আ: বাম পা দিয়ে বের হবেন এবং বলুন: '**বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাম** ওয়াসসালামু আলা রসূলিল্লাহ! আল্লাহ্মা ইন্নী আস আলুক মিন ফাদলিক'। (আল্লাহর নামে বের হচ্ছি এবং অসংখ্য দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূল (সা:) প্রতি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ; নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি)।